দৈনিক বাংলা

১০৪

তারিখ ... ২৭.১.৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

পিটিআই ট্রেনিংয়ের মেয়াদ

৮৩-৮৪ ও ৮৪-৮৫ ইং শিক্ষা বর্ষে পিটিআই কোর্স এইচএসসি কোর্সসহ দুই বৎসর মেয়াদী করায় প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন এবং মানসিক যাতনার শিকার হয়েছেন।

প্রাথমিক প্রশিক্ষণরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে ৫০ ভাগই এইচএসসি পাস, এ অবস্থায় তাদের পুনরায় এইচএসসি কোর্স সমাপ্ত করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। এতে একই কোর্স বাধ্যতামূলকভাবে পাস করতে হবে। অর্থাৎ এইচএসসি পরীক্ষা পাস করে পেশাগত প্রশিক্ষণে এসে এইচএসসি কোর্সের জন্য অযথা সময়ের ও আর্থিক অপচয় ছাড়া এটি আর কোন উপকারে আসবে না।

ইতিপূর্বে এইচএসসি কোর্স ছাড়াই শিক্ষক/শিক্ষিকারা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১ বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করে গেছেন। পূর্ববর্তীদের সমমানের এবং সমবেতনের স্কেলভুক্ত হবার জন্য দু বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় ও সময় নষ্ট করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এখানে অনেক বয়স্ক শিক্ষক রয়েছেন যাদের দ্বারা সত্যিকারভাবে দু বছর মেয়াদী এইচএসসি কোর্সসহ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা সম্ভব নয়। আবার অনেক শিক্ষক আছেন যারা মাত্র ৪/৫ বৎসরের মধ্যে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। তারা শুধু পরবর্তী বেতন স্কেলে উন্নীত হয়ে পেনশন, গ্র্যাচুইটির দিক দিয়ে লাভবান হবার জন্য প্রশিক্ষণে এসেছেন। এসব বৃদ্ধ শিক্ষকের স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছে। তাদের জন্য এব্যবস্থা সত্যিই পীড়াদায়ক।

প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে ৯০ ভাগই গরীব ও চাকরির বেতনের উপর নির্ভরশীল। তাদের একই সাথে, এই দুর্দিনে পিটিআই-এর খরচ এবং পারিবারিক খরচ চালানো সম্ভব নয়, বিশেষ করে প্রশিক্ষণের মেয়াদ যেখানে সুদীর্ঘ দুই বছর।

এ অবস্থায় পিটিআই কোর্স পুনরায় এক বৎসর মেয়াদী চালু করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

৮৩-৮৪ ও ৮৪-৮৫ ইং শিক্ষা-বর্ষের প্রশিক্ষণরত শিক্ষকবৃন্দ।
রায়পুরা পিটিআই। রায়পুরা, ঢাকা।

জনমত

আবু সাঈদ চৌধুরী হল

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক সুবিধার জন্য দুটি হল নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন। দুটি হলের যথাক্রমে 'বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান' এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এই সাথে আরেও একটি বিষয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে জহুরুল হক হলের বর্ধিত যে অংশটি আবু সাঈদ এনেক্স (পশ্চিম দিকের ভবনটি) নামে পরিচিত সেটিকে পূর্নাঙ্গ হল রূপে ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। কারণ আবু সাঈদ চৌধুরী একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টও হয়ে ছিলেন। তাছাড়া তাঁর আমলেই ডাকসুতে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন আরম্ভ হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন বাংলাদেশের আর একজন প্রেসিডেন্টের নামে এ হলটির নাম করণ করে একে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হোক। এবং অবিলম্বে এ হলটিকে আবু সাঈদ চৌধুরী হল নামে ঘোষণা করা হোক।

মোঃ আখতরুজ্জামান খোকন।
সূর্যসেন হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।